OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 72 - 82
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সৎ উচ্চারণ

ড. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID : dr.sujatabanerjee27@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Voice of Protest, Resistence, Reality, Heart Touching Poetry, Popularity, Responsibility, Protect, Honesty, Social Aspect.

Abstract
The poetic sphere of the 1950, saw the emergence of one of the most renowned poets of the era, Shankha Ghosh. Protest and resistance from the very care of Shankha Ghosh's poetry so much so that they have become the integrate part of his being and infused his poetry with a note of inherent freedom. His poetic world put forth his philosophical self, his consciousness against the atrocities in the society, the tone of protest in the garb of sharp, sancastic verses laying bare waked reality of the human world. These characteristic features of his poetry have made Ghosh the very voice of consciousness in the entire gamut of Bengali Literature. His prolific pen has forever focused on the political, social, moral disintegration and degeneration of the times 'Babarer Pranthana', 'Dhum Lageche Hrithkamale', 'Linenei Chilam Baba', 'Mukh Dhekhe Jai Bhiggapane' are some of his poetic collections which bear testimony to the above. Even his 'Hashikhusi Mukhe Sarbonash', written in the recent part, 'Bohu Swar Stabdho Poreache', 'Proti Proshne Kepe Othey Vite' are all collective voice of protest against and resistance to the evils, the injustice, the exploitation and oppression of prevalent in the society. This poetry is multifaceted from being self-critical to portraying the various facts of love, to being able to accept truth as it really, there is a directness and clarity in his poetry which fails to restrict Ghosh strictly as a poet of the 50s concerned only with a note of protest, the very feature of the 50s. The manifestation of love in a broader spectrum which emphasize on the love for humanity and humanitarian values are a palpable part of his works and appeals to the soul of his readers, stirs their conscience 'to think'. His soul stirring and heart touching poetry more humane rather than being preachy or didactic.

The voice of protest and resistance in his poetry is meaningful to our existence and its popularity is not the result of cheap thrills but the component of our morality and ethics. even then there is an inherent restriant of emotions and significants in his poetry Ghosh never goes to the extremes neither are his poems overthy didactic nor are they too sentimental, rather with the apt usage of words and phrases his verses are infused with fraudness and candidness which brings to the forefront the cruelty, hastiness and cheap thrills of the public to gain popularity and fulfill their vested interests. His literary creation 'teaches'

us, makes us think and act accordingly but this does not come simply adhere to Ghosh being engaged in academics but greatly because as a responsible individual he has taken up the burden of spreading awareness amongst the masses. In its own right his poetry has thrust upon him the role of a teacher, a resilient, determined individual who spares neither the state nor the individual in his voice of protest and resistence in poetry. Shankha Ghosh's name thus has emerged synonymous with honesty, integrity and truthfulness making him the very face of conscience and protest.

Discussion

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার সাহিত্য আকাদেমির একটি বক্তৃতায় কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'শঙ্খ ঘোষ আমাদের সাহিত্যের বিবেক'। পরবর্তীকালে বারবার দেখা গেছে শুধু মাত্র সাহিত্যের বিবেকই নয়, শঙ্খ ঘোষ - ক্রমশ 'প্রতিবাদের', বিভিন্ন সামাজিক অনাচার, নির্মমতা ও সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রতীক স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরা ফেরা করা ব্যক্তিদেরও সঠিক দিশার সন্ধান দিতে পারবার মত জায়গায় নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। না, এই ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রচেষ্টা করতে হয়নি। আজীবন যে যাপনে নিজেকে অভ্যস্থ করেছিলেন, যে জীবনধারায় তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন তা অন্যদের ক্ষেত্রে যতই কষ্টকর হোক না কেন শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে তাই ছিল সাবলীল। আর এই আপাত কঠোর কঠিন মানসিক গঠনই তাঁকে বিবেকের আসনে অধিষ্ঠান দিয়েছিল। সে কারণেই 'বিবেক'- 'প্রতিবাদ'-'সততা'-র সমার্থক শব্দ আমৃত্যু ছিল ছিলেন 'শঙ্খ ঘোষ'।

শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশের দশকের কবি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কাছের মানুষ। 'কাছের মানুষ' কেননা তিনি ঠিক মেজাজে ও মননে কৃত্তিবাসী নন। 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি-রাতগুলি'। এরপর বহু কবিতাই তাঁর প্রকাশিত হয়েছে কৃত্তিবাসের পাতায়। তবু তিনি কৃত্তিবাসের হয়ে ওঠেন নি। সচেতন ভাবেই তা হতে চাননি। তিনি আসলে নিজের মুদ্রাদোষে সবার মাঝে থেকেও একলা। নিজের জন্য আলাদা একটা ঘেরাটোপেরই ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বরাট। আর এই একলা চলো মানসিকতার জন্যই তিনি তাঁর নিজস্ব ধরণে বেঁচেছেন। তাঁর মর্জি, তাঁর সৃষ্টিকে নিজস্ব নিয়মে, নীতিতে বারবার ভেঙেছে, গড়েছে। মাঝে বেশ কয়েক বছর নতুন কিছু লিখতে পারছেন না বলে চুপ থেকেছেন। বিরতি নিয়েছেন। তারপর যখন কলম ধরেছেন তখন পাঠক নতুন কবিতায় স্বরকেই পেয়েছে। তাই পঞ্চাশের দশকের কবি হয়েও পঞ্চাশের আত্মমুখী কবিতায় নয়, তিনি সিদ্ধি খুঁজে নিয়েছেন মনন সমৃদ্ধ, সংযত আবেগের সংহত প্রকাশে। সিদ্ধি পেয়েছেন নির্ভিক সৎ উচ্চারণে, ঋজু, দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের শব্দমালায়। আশ্রয় হয়ে উঠেছেন বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে পথ খুঁজে ফেরা তরুণ কবিদের ও অগনিত পাঠকের।

> "প্রথম থেকেই সচেতন ভাবে, শঙ্খ এই ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্রকে নিজ সত্তার অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। আর তা নিয়েছেন বলেই, পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি হয়েও তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীভুক্ত নন। তাঁর কবিতায় আত্মানুসন্ধান ও সমাজবীক্ষা, জীবনবোধ ও সময় চেতনা, দার্শনিকোচিত সত্যান্বেষণ ও সমকাল মনস্কতা — অনায়াসে পাশাপাশি ঠাঁই করে নেয়।"[১]

আলোচকের এই বক্তব্য সহজেই তুলে ধরে কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যভাবনার চিত্রটি। এই প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনা সেই কাব্যসৃষ্টিকে ঘিরেই এগিয়ে যাবে।

কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার স্বতন্ত্রতা ও নিজস্বতা তাঁর সত্যউচ্চারণের মধ্যে। খুব বেশি কথা বলতে তিনি কোনোদিনই আগ্রহী ছিলেন না। ছোট অবয়বে তীক্ষ্ণ কখনো কখনো ব্যঙ্গের, বিদ্রুপের চাবুক মারা শব্দগুলি আছড়ে পড়েছে সাদা পাতায়, পাঠকের হৃদয়ের কাছে। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে প্রতিবাদের উচ্চারণগুলি সর্বদাই অল্প আয়তনে সীমাবদ্ধ। 'যমুনাবতী', 'জাবাল সত্যকাম', 'অন্ধবিলাপ', 'ভূমধ্যসাগর' প্রভৃতি কবিতাগুলি একই সঙ্গে যেমন প্রতিবাদের, কাহিনীর আভাষও রয়েছে আবার সেই কাহিনীর সঙ্গে বক্তব্য বিষয়কে অর্থাৎ কবির সত্য উচ্চারণকে প্রতিবাদের বিশেষ ধরণকে মিলিয়ে দিতে আয়তনের দিক থেকেও কিছুটা বড় হয়েছে। আসলে বিষয়টা কবিতার আয়তন নিয়ে তো নয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষয়টা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রতিবাদ ও তার ধরণ নিয়ে। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত যে অল্প উচ্চারণ যার মধ্যে কিনা অনুল্লেখিত থাকে অনেকখানি না বলা, যা প্রায় হয়ে উঠেছে প্রবাদপ্রতিম নিঃশব্দের তর্জনী, তার বাইরেও শঙ্খ ঘোষের বেশ কিছু কবিতায় প্রতিবাদ আছে যেখানে তিনি গল্পকে বুনে উঠতে দিয়েছেন। আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা না বললেই নয়, তা হল — 'নাটকীয়তা'। শঙ্খ ঘোষের বিভিন্ন ধরণের যে প্রতিবাদের কবিতাগুলি রয়েছে তার মধ্যে নাট্যগুণ বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে ব্যতিক্রম আছে, আর সেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। এইবার এই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষ্মণগুলিকে সামনে রেখে আমরা দেখে নেব শঙ্খ ষোঘের কবিতার ভূবনকে।

'যমুনাবতী' কবিতাটিতে যে বেদনার গল্পের আভাষ রয়েছে সেই আভাষটির সাথে প্রতিবাদের সুরটি এমন ভাবে মিশিয়েছেন কবি যা পাঠক হৃদয়কে বহুক্ষণ পর্যন্ত ভারী করে রাখে, ছন্দের বৈচিত্র্যও এই কবিতার মূল ভাবটিকে ধরে রাখতে যোগ্য সঙ্গত করেছে —

> "নেকড়ে ওজর মৃত্যু এল
> মৃত্যুরই গান গা —
> মায়ের চোখে বাপের চোখে
> দু-তিনটে গঙ্গা।
> দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
> সহস্র সঙ্গী
> জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে চালে
> সহস্র মণ ঘি!" ('যমুনাবতী'/শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে এই কবিতাটির হয়ে ওঠা পড়েছেন বহু পাঠক, তাই সেই কাহিনী তুলে ধরা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকুই বলার যে ১৯৫১ সালে কোচবিহারে যে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলনে ষোল বছরের কিশোরীটি মারা গেছিল পুলিশের গুলিতে, সেই খবরটি বিচলিত করেছিল কবিকে, আর তার মাসখানেক পরে কলেজ স্ট্রীট বস্তির মলিন জীবন কে প্রত্যক্ষ করে কবির হৃদয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই ফলশ্রুতি এই কবিতা –

> "সেই মুহূর্ত থেকে আমার কাছে, নানা ছড়ার স্মৃতি একত্র জড়িয়ে গিয়ে, অদেখা সেই মেয়েটিরই নাম হয়ে উঠল 'যমুনাবতী'। সনাতন বাংলাদেশের কোনো যমুনাবতী সরস্বতী!"[২]

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি লোক ছড়া, পুরাণ প্রভৃতির প্রতি শঙ্খ ঘোষের এক আত্মিক টান ছিল। বারবার তিনি ফিরে গেছেন আমাদের এই প্রাচীন সম্পদের কাছে। তাঁর কবিতায় তা ফুটে উঠেছে নতুন কোনো রূপক বা প্রতীক হয়ে। 'অন্ধবিলাপ' – এমনই এক কবিতা। প্রতিবাদের ও বিদ্রুপের মেলবন্ধনে যেখানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যেভাবে উপস্থাপিত করেন তিনি তা সত্যই আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। কবিতায় ব্যবহৃত 'ড্রামাটিক মনোলগ' এর আবেদনকে বাস্তবায়িত রূপ দিয়েছে বলাই বাহুল্য –

> "অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
> নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?" ('অন্ধবিলাপ'/শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

একদম সত্যি কথা! আর দুঃখের কথা এই যে কবিতাটি যখন লেখা হয়েছিল তখন সেটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল কেননা বিহারে জমি সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে তেইশ জন মানুষকে আরওয়ালের গান্ধীমাঠে গুলি করে মেরেছিল পুলিশ। কবির মনে পড়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। হয়ে উঠেছিল এই কবিতাটি। কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যাঙ্গের কশাঘাত। তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দবন্ধগুলি যেন ঝলসে উঠছে, হৃদয় নিংরানো এই পংক্তিগুলির মধ্যে মিশে যাচ্ছে অভিশাপের ফল্গুধারা। চেতাবনিও থাকছে কি নিদারুণ সত্য হিসেবে। আশ্চর্যের কথা এই যে, কবিতাটির শেষ লাইনটি ভয়ঙ্কর রকম নিয়তি নির্দিষ্ট পংক্তি হয়ে উঠছে – "শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয়।" চমক লাগে মনে মনে, মনের মধ্যে জাগে কাঁপন। আজ যখন এই প্রবন্ধটি লেখবার জন্য কলম ধরছি তখনও এই কবিতাটি কি নিদারুণভাবে প্রাসঙ্গিক।

কবি সত্যদ্রষ্টা হন। যা বারবার প্রমাণ করে শঙ্খ ঘোষের কবিতা। আর সমকালকে ধারণ করেও কিভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছুঁয়ে থাকা যায় তারও উদাহরণ অতি উজ্জ্বল শঙ্খ ঘোষের কবিতায় – 'বাবরের প্রার্থনা' তেমনই এক কবিতা। বহু পঠিত এই কবিতাটি একই সঙ্গে সমকাল ও অতীতকে তো বটেও ছুঁয়ে আছে ভবিষ্যৎ পিতৃহৃদয়কেও। আজ ইতিহাসের বাবরের মত, পিতা শঙ্খ ঘোষের মত, শিক্ষক, অভিভাবক শঙ্খ ঘোষের মত আমাদেরও সমাজের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করে না কি –

> "এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
> আজ বসন্তের শূন্য হাত –
> ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
> আমায় সন্ততি স্বপ্নে থাক।" ('বাবরের প্রার্থনা'/শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কিন্তু আসলে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক নই। একথাই বারবার প্রমাণ করে থাকি। আলোচক পিনাকেশ সরকার শঙ্খ ঘোষের কবিতার আলোচনায় বলেন –

> "তাঁর কোনো লেখাই এলেমেলো শব্দ বিলাসের ফল নয়, নয় উদ্দেশ্যহীন স্বগতোক্তি। এই একজন কবিকে খুব স্পষ্ট করেই চিহ্নিত করা যায় – আদ্যন্ত বিবেকবান কাব্যরচয়িতা হিসেবে।"[৩]

একটা সময় প্রতিবাদের তীক্ষ্ণফলাকে ভোঁতা করে দেবার জন্য সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হত। সৃষ্টিকে প্রকাশ হতে না দেবার মতো স্বৈরাচারী পদক্ষেপ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এই স্বৈরতন্ত্র চলেছে এবং তারপর হার হয়েছে বারবার তাদেরই। শঙ্খ ঘোষের 'রাধাচূড়া' ও 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' কবিতা দুটির ক্ষেত্রেও তাই খুব স্বাভাবিকভাবে 'নট টু বি প্রিন্টেড' ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। অবশ্য সবাই যে তাতে ছাপতে ভয় পাবে এমনটা যে নয় সেকথা সত্য করে 'লা পয়েজি' ও 'সাহিত্যপত্র' এই দুটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কবিতাদুটি। এসবই আমরা জানতে পারি 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থটি থেকে। প্রতিবাদকে শঙ্খ ঘোষ কিভাবে নিজের স্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য করে তুলেছিলেন সেকথা বলতে গিয়ে এর উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর একবার ফিরে দেখে নেওয়া যাক বহু পাঠিত ও আলোচিত এই দুটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি–

> "পেটের কাছে উঁচিয়ে আছ ছুরি
> কাজেই এখন স্বাধীন মতো ঘুরি
> এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
> তরল আগুন ভয়ে পাকস্থলী
> যে কথাটাই বলাতে চাও বলি
> সত্য এবার হয়েছে জমকালো।" ('আপাতত শান্তিকল্যাণ'/শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এবং

> "খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে
> দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
> কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
> থেকে যাবে ঠিক ঠান্ডা চুপ –
> ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
> লোকেও বলবে রাধাচূড়া।" ('রাধাচূড়া'/শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'সত্যাশ্রয়' কবি শঙ্খ ঘোষের অন্যতম প্রধান কাব্য বৈশিষ্ট্য। আর কবিতায় সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তাই বারংবার প্রতিবাদের নানা ধরণকেই তিনি আসলে পংক্তিবদ্ধ করেন। 'রাষ্ট্র' এই সত্য উচ্চারণকে সহ্য করার সাহস রাখে না কোনোদিনই। একটি সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রের এই নিপীড়ন সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়েও প্লেটোর প্রসঙ্গ উঠে আসায় কবি বলেন –

> "প্লেটো যাকে সত্য বলে জানতেন, তাঁর ধারণায় সমস্ত শিল্পই হল তার নকলেরও নকল, তাই তার আদর্শ রাষ্ট্রে কোনো শিল্পীর ভূমিকা নেই। কিন্তু সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যবহারিক এক সত্যের দিকে

চূড়ান্ত ঝোঁক পড়ে বলে প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী লেখকদের সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটোর আপত্তি ছিল লেখকেরা মিথ্যে বলেন ভেবে। আর রাষ্ট্র আপত্তি করে লেখকেরা সত্যি বলেন জেনে।”[৪]

একের পর এক কাব্যগ্রন্থে এই রকম সত্য উচ্চারণে বারবার তিনি দাঁড়িয়েছেন সত্যের পাশে, নিপীড়িতের পাশে। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন, দেখেছেন মনুষ্যত্বের অবমাননা, বারবার তাঁর কলম হয়ে উঠেছে ব্যাঙ্গের চাবুক। ‘মুর্খ বড়ো সামাজিক নয়,’ ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘প্রহর জোড়া ত্রিতাল’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’, ‘ধূম লেগেছে হৃৎকমলে’, ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’, ‘প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে’, ‘হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ’, ‘শুনি শুধু নীরব চিৎকার’, ‘বহু স্বর স্তব্ধ পড়ে আছে’, ‘এও এক ব্যথা উপশম’ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলি ধারণ করে আছে আগুনের আখর। যে আগুন আবর্জনার মতো মিথ্যার বেসাতিকে, ক্ষমতার অহংকে, শক্তির আস্ফালনকে পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে, মানুষের হয়ে, মানুষের জন্য, মানুষের পাশে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে।

তাঁর এই নিঃশব্দের তর্জনী শুধুমাত্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রদর্শনের বিরুদ্ধে উঠেছে তাতো নয়, যে কোনো অহমিকার বিরুদ্ধেই তিনি কলম ধরেছিলেন। কখনো আপাত সভ্যতার ছদ্মবেশে থাকা নাগরিক অহমিকার বিরুদ্ধে, কখনো উচ্চবিত্তের আত্মগরিমার বিরুদ্ধে, কখনও ব্যক্তি মানুষের অমানবিকতা বা দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে, যখনই তিনি দেখেছেন মানবিকতার অপমান হচ্ছে তখনই তাঁর কলমের ক্ষুরধার শব্দগুলি তাকে ফালাফালা করে দিতে উদ্যত হয়েছে, আর আমরা পাঠকেরা পেয়েছি একের পর এক আগুনে কবিতা, ব্যাঙ্গেশানিত শব্দগুচ্ছ যার নাটকীয়তাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, দেখে নেওয়া যাক এমনই কয়েকটি হৃদয় নিঙরানো, শানিত পঙক্তিকে –

ক) “নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলায় কুকুর
সেটা হয় না বাবা॥” (‘বাবুমশাই’/মুখ বড়ো, সামাজিক নয়)

খ) “ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশী কথা বলা হলো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?

...

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পড়ে নিই
মানব শরীর একবার?” (‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’/তদেব)

গ) “আফ্রিকা জোড়া বিভীষিকাময় খরা কবলিত শিশুদের
মুখ ভেবে আজ ইনডোর স্টেডিয়ামে
সুপারস্টার
স্টার
সুপারস্টার
ধুম তাতা তাতা থৈ
কিশোরীর নাকি হাতটান ছিল হাতটান
গায়ে তাই ঢেলে দিয়েছে গরমজল।” (‘খবর সাতাশে জুলাই’/ধুম লেগেছে হৃদকমলে?)

ঘ) “চিতা যখন জ্বলছে
তোমরা চাও আমি তখন আলোর কথা বলি
বলব আলোর কথা” (‘হৃৎকমলে’/তদেব)

ঙ) বেঁধেছ বেশ করেছ
কী এমন মস্ত ক্ষতি!
গারদে বয়েস গেল
তা ছাড়া গতরখানাও

বাবুদের কব্জা হল
হলো তো বেশ, তাতে কি
বাবুদের লজ্জা হলো? ('লজ্জা'/মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)
চ) মুন্ডমালায় ওই হেঁটে যায়
দশ বছরের দেনা।
বুড়ি শুধু ডাকে, ও বাপু ছেলেরা
কেউ কিছু বলবে না? ('দশক'/প্রহর জোড়া ত্রিতাল)

উদাহরণ বেড়েই যাবে এইভাবে পাতার পর পাতা। জ্বলন্ত শব্দমালায় যে বক্তব্য কবি সাজিয়ে তুলেছেন তার আবেদন সচেতন, বিবেকবান মনুষ্যহৃদয়ের কাছে চিরকালীন। দেখার বিষয় এটাই যে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এই কবি কিভাবে একের পর এক বিষয়কে ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে। প্রয়োজনে নাটকীয়তাকে ব্যবহার করছেন কত সুকৌশলে। আলোচকের কলম তাই সিদ্ধান্তে আসে –

"অল্প কথায়, ইঙ্গিতের বহু বিচ্ছুরণে, শঙ্খ ঘোষের কবিতা বাংলা কবিতার ধারায় অনন্য। নাটকীয়তা বা চমক তাঁর কবিতাতেও আছে, তবে তা চমকেরই প্রয়োজনে নয়, সমগ্র চৈতন্যের সঙ্গে আদ্যন্ত জোড়মেলান, কোন খাপছাড়া চাতুর্য প্রকাশের চেষ্টা নয়।"[৫]

শানিত শব্দের কশাঘাতে শঙ্খ ঘোষের সিদ্ধি প্রায় প্রশ্নাতীত এবং একই সঙ্গে ছন্দের বহু বিচিত্র ব্যবহার তাঁর কবিতার পঙক্তিগুলিকে প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত করেছে, যেমন –

ক) বেঁচে যে রয়েছি এই না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ ('ভিখিরির আবার পছন্দ'/ শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)
খ) কথা শুধু থেকে যায় কথার মনেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই ('বিকল্প'/ শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা)
গ) "পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না যতক্ষণ তারা আমার পুলিশ"
('ন্যায় অন্যায় জানিনে'/লাইনেই ছিলাম বাবা)
ঘ) "বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন করো তুমি কোন দল।"
('তুমি কোন দল'/তদেব)
ঙ) "এমনি ভাবে থাকতে গেলে দোষ নেই শঙ্কার
মারের জবাব মার" ('স্লোগান'/আদিম লতাগুল্মময়)

অল্প কথায় এত সরব ও বাঙ্ময় হয়ে ওঠার সিদ্ধিতেও তিনি অনন্য।

তাই আলোচক ড. শাওন নন্দীর আলোচনায় যথার্থ ভাবেই ফুটে ওঠে কবি শঙ্খ ঘোষের কবি হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য –

"সেদিক থেকে বিচার করলে, অমিতাভ দাশগুপ্ত বা তরুণ সান্যালের মতো কয়েকজন ছাড়া শঙ্খ ঘোষই পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান সমাজ সম্পৃক্ত কবি। নিজে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও, সামাজিক ও রাজনৈতিক যে কোনো নড়াচড়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সজাগ, সমাজের যে কোনো ধরণের বিচ্যুতিতে তাঁর হৃদয় আন্দোলিত। কবিতায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে বারংবার। কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের মাধ্যম। তাঁর ধর্ম, সত্তা ও সমাজকে সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর রাখার উপায়।"[৬]

খুব স্বাভাবিক এটাই যে আলোচক কবির প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যা কিনা কবি শঙ্খ ঘোষের স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তার জন্য কবিকে অনেক সময়েই নানাভাবে বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। হতে হয়েছে নেতিবাচক সমালোচনার লক্ষ। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষের মানসিক দৃঢ়তা এত সুকঠোর ছিল যে নিজের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অবিচল থাকতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "যে কথা আমি বলতে চাই লেখায়। আর যেভাবে বলতে চাই তা, সেও যে অনেকের প্রত্যাখ্যান বা উপহাস বা উপেক্ষা পাবে, রচনা জীবনের সূচনা থেকে সেও তো একজন লেখককে বুঝে নিতেই হয়। ব্যক্তিগত বা রচনাগত তেমন কোনো উপহাসে না উপেক্ষায় কারো মনে কিছুমাত্র আঁচড় লাগবে না। এতটা নিশ্চয় ভাববো না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও কি ভাবব না যে এরই জন্য অতিমাত্রায় আলোড়িত হয়ে পড়াটা এক ধরণের আত্মাবমাননা? থাকবে না কি এইটুকু বিনয় যে অন্যদের বলতে দাও তাদের নিজের মতো কথা, আমি বলব শুধু আমারটা, যেটুকু আমি পারি? জানব না কি যে বিনয়ের মধ্যেও একটা সামর্থ্য থাকতে পারে, থাকতে পারে আত্মপ্রত্যয়ের এই সম্ভাবনাময় বীজ, বিপুল এই ঘোষণা যে, দেখো, এই হচ্ছি আমি। এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি নয়, কমও নয় এর চেয়ে। আর তারপর কে আমায় কী বিচার দিল, সে শুধু তার দায়। সে বিচারে আমার আমিত্বের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। গর্বিত এই বিনয়ের ঘোষণাই যে কোনো কবির বর্ম। এই বর্ম যদি কবির সঙ্গে থাকে, কোনো সমালোচনাই তবে ধ্বংস করতে পারে না তাঁকে। কোনো উপেক্ষাই উন্মূল করতে পারে না তাঁকে।"[৭] (কবির বম)

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় তাঁর ঋজু মানষিকতাকে, তাঁর সত্য উপলব্ধির জোড়কে, আরো বোঝা যায় এ আসলে অভিভাবকের মতো অগনিত অনুজ কবিকে দিয়ে রাখা উত্তরাধিকার, যা আক্ষরিক অর্থেই বর্মের মতো রক্ষা করবে তাদের কবিসত্তাটিকে।

আমরা আবার ফিরে আসি শঙ্খ ঘোষের প্রতিবাদের কবিতাগুলির কাছে। দেখে নিই কিভাবে সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যভাষারও বদল হয়েছে। দেখে নেওয়া যাক আরও কত ক্ষুরধার ও শব্দের ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় আরো কত নির্মম ও শ্লেষাত্মক হয়ে উঠেছেন তিনি। পঞ্চাশের দশকের গন্ডী পার হয়ে দশকের পর দশক পার হয়ে সমানভাবে বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে থাকা সহজ নয়। সহজ নয় সমানভাবে সমকালমনস্কতার ভূমিকাটিকে ধরে রাখা। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা, আত্মানুসন্ধান ও দৃঢ়সংযমে নিজেকে একমেবদ্বিতীয়ম করে রাখতে পেরেছিলেন আজীবন। ২০১০-এ শঙ্খ ঘোষের বয়স আটাত্তর বছর। ২০২১-এ তিনি চলে যান আমাদের ছেড়ে। এই সময়কালের মধ্যেও যে কিট কাব্যগ্রন্থ তাঁর প্রকাশ পেয়েছে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে বেশীরভাগেই সমকাল ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিবাদ কে তুলে ধরেছেন। আমরা সকলেই জানি যে শঙ্খ ঘোষ এমন একজন কবি যিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ও যুক্তিতে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও একরোখা। সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলতে কোনো ভান তিনি জীবনযাপনে ও সৃষ্টিক্ষেত্র কোনোখানেই করেন নি। যে কোনো ক্ষমতাশালী, বলবান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যে কোনো রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক অবক্ষয় ও অবমাননার বিরুদ্ধে যখনই যা বলবেন বলে মনে করেছেন অকপটভাবে বলেছেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় তার উদাহরণ রাখা আছে। মিতভাষী এই ঋষিপ্রতিম কবি কবিতাতেও মিতকথনের মাধ্যমে আরো ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাঞ্জনাকে তুলে ধরেছেন বারবার। যখনই গর্জে ওঠা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন তখনই কলসে উঠেছে তাঁর কলম। আমরা এবার দেখে নেব ২০১০ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবাদের স্বর ধরে রাখা কাব্যগ্রন্থের কবিতাকে।

"হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ' কাব্যগ্রন্থের 'দর্শন' কবিতাটির দিকে তাকালে দেখি কবি বলছেন –

"জলতলে জাল ফেলে নরমুন্ড উঠে আসে কটি
'ও কিছুই নয়' বলে
হিতব্রতী
আমরা ফিরিয়ে নিই মুখ।
উৎসব – আসরে বসে মনে মনে বলি;
আপাতত
যে ভাবে চলছে চলুক।"

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠতে তো আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। অভ্যস্ত হয়েছি পাশের ফ্ল্যাটের সর্বনাশে দরজা জানলা বন্ধ করে জোরে সিরিয়াল চালিয়ে দিতে। কবি শঙ্খ ঘোষ এরকম অজস্র টুকরো টুকরো আয়না আমাদের

সামনে ধরেন। এও তো প্রতিবাদ। মানবিকতার অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই কবিতায় পংক্তিগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় চোখ তুলে তাকাতে পারব না। মনে হয় সামনে তাকালেই কবির চোখে চোখ পড়বে। আর তাতে দেখতে পাবো ভর্ৎসনা –

"কিছু কি খুঁজছেন আপনি?
শুনতে পাচ্ছি : খুঁজছি ঠিকই, খুঁজতে তো হবেই –
পেলেই বেরিয়ে যাব। নিজে নিজে হেঁটে।
'কী খুঁজছেন?'
মিহি স্বরে বললেন তিনি : 'মেরুদন্ড খানা।'
সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকালো ফের, চমকে উঠে দেখি;
একা নয়, বহু বহু জন
একই খোঁজে হানা দিচ্ছে এ কোণে ও কোণে ঘর জুড়ে।"

('হামাগুড়ি'/প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে)

শুধু ব্যক্তি তো নয়, সমাজে ঘটে চলা নিত্য অবমাননাকর ঘটনার অভিঘাতে শ্লেষাত্মক বাক্যে ভরে তাঁর কবিতার শরীর –

"এখনও কি তুমি প্রতিবাদ করো?
- মাওবাদী!
প্রশ্ন করার সাহস কচ্ছে?
- মাওবাদী!
চোখে চোখ রেখে কথা বলো যদি
ঘড়ি ঘড়ি সাজো মানবদরদি
আদরের ঠাঁই দেবে এ গারদই
মাওবাদী –
সহজ চলার ছন্দটা আজ
একটু না হয় দাও বাদই!"

(মাওবাদী/তদেব)

শঙ্খ ঘোষ তাঁর কাব্য বিষয়ের গভীরতা, ব্যঞ্জনা বজায় রেখেও সচেতন পাঠক মনকে দাঁড় করিয়ে দিতেন বিবেকের সামনে। তবে শুধু ব্যাঙ্গ বা তির্যক সমালোচনা নয়, কবি শঙ্খ ঘোষ যে বাস্তবিকই প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কাছেও বিবেকপ্রতীম ছিলেন, দলের উপরতলার মানুষদের সু-পরামর্শ দিতেন (তাঁরা তা নিতেন না সেটা অন্য কথা), গঠনমূলক সমালোচনা করে তাদের মানুষে বিশ্বাস অর্জনের উপায় পর্যন্ত বলে দিতেন সহানুভূতির সঙ্গে তারও প্রমাণ রয়েছে 'নৈশ সংলাপ ২০০৭' (শুনি শুধু নীরব চিৎকার) নামক দীর্ঘ কথোপকথনের ঢঙে লেখা কবিতায়। এই কবিতাটি যেকোনো দলের প্রতিটি দলীয় কর্মীর অবশ্য পাঠ্য। —

প্রতাপ – মত্ততা আর প্রতাপ – অন্ধতা মিলে কোন্‌খানে নিয়ে যেতে পারে
এ নিয়ে কখনো কথা হয়নি তা নয়
বাস্তবের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে নিজেদের ক্ষয়চিহ্নগুলি
চিনতেও চাওনি শুধু আত্মপ্রশ্নহীন কোন জেদে।'
কিংবা যখন তিনি কবিতাতেই বলছেন —
'ক্ষমতার মধ্যে থেকে ভুলে গেছো মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দরকার'

তখন বোঝা যায় কতটা স্পষ্ট ও কতটা নিরপেক্ষ হয়ে তিনি পথ বলে দিতে চাইছেন অন্ধ হয়ে থাকা ক্ষমতাশালী প্রশাসনিক ব্যক্তিকে। কিন্তু উল্টোদিকে যিনি রয়েছেন তাঁর দেখার দৃষ্টি বা সত্যকে স্বিকার করবার সাহস কতটা, কতটা ইচ্ছে প্রকৃতপক্ষেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, মানুষেরই হয়ে কাজ করবার সেই প্রশ্নচিহ্ন স্পষ্ট কবিতাটিতে। কেননা প্রায় চেতাবনির মতো উচ্চারিত হয়ছে কবির সৎ ও স্পষ্ট নিয়তি নির্দিষ্ট বাক্য —

'ধ্বংসকেও করতে পারে ধ্বংস যদি না হয় সে নিজে'—

কাজেই প্রতিবাদ নির্মম সমালোচনা এবং উত্তরণের পথ তিনি দেখিয়েছেন। কেননা কবি শঙ্খ ঘোষ সমজের প্রতি দায় অনুভব করতেন আর রাজনৈতিক নেতারা সেই দায় বা দায়িত্ব কিছুই নিতে চাননা (শুধু ভোট চান)। ক্ষমতার দাপটে স্পর্ধায় নিজেরে ভুলকে স্বীকার করেন না — তাদের কাছে বার বার শঙ্খ ঘোষ এইরকম আয়না ধরেছেন। এই ধরনের কবিতাতেও কোথাও তাঁর মননধর্মীতার চ্যুতি হয় না। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। —

"শব্দেরা গোলমাল করছে
শব্দেরা চিৎকার করছে
শব্দগুলি শব্দই থাকছে না আর মোটে।
এড়াবার জন্য আমি
দৌড়তে দৌড়তে
কোনো এক জঙ্গলের প্রান্তে যেতে চাই,
কিন্তু জঙ্গল কোথায় পাব?
তারও আজ পালটে গেছে মানে –
এপারে ওপারে দেখি সবাই দুর্বাসা।
আমরা দাঁড়িয়ে আছি স্থির
জঙ্গলই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে
জঙ্গলই এগিয়ে আসছে শুধু"

(জঙ্গল/বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে)

বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাঁর কবিতায় কয়েকটি লাইন আমাদের বুকের ভেতর আঘাত হানে। মেকি সহানুভূতি, মেকি মানবিকতার বিরুদ্ধে চাবুকের মত নেমে আসে উচ্চারণ –

"ভেসে আসা জলে
একটি শিশু স্থিরচিত্র উবু হয়ে শ্রান্ত শুয়ে আছে
বিশ্ব চরাচর যেন অঞ্জলি দিয়েছে তাকে একা সাত সমুদ্রের কাছে
আমরা প্রতিদিন রাতে ঘরে ফিরে জামা খুলে
ঘুমিয়ে পড়েছি ইতিহাসে॥" ('স্থির চিত্র'/শুনি শুধু নীরব চিৎকার)

এক লহমায় কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে ছাপা এক স্থিরচিত্র কি ভেসে উঠল সবার চোখের সামনে! মনে হয় সবারই মনে পড়ে গেছে। কবিতাটির নামও 'স্থিরচিত্র'। এভাবেই হ্যাঁ এভারেষ্ট শঙ্খ ঘোষের প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে অক্ষরে অক্ষরে। হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব চিন্তন ও মননের কাছেও যা কিছু দাবী থেকে যায়। তিনি তাই সত্যদ্রষ্টা। তাই শাসনতন্ত্রের ক্রুড় আঙিনায়, কৌশল, রণনীতি তিনি সহজেই বুঝে যান। গণতন্ত্রের মেকিত্ব ও ছলনার আড়ালের স্বৈরাচারকে তিনি অনায়াসে তুলে আনেন পাঠক সমীপে – কেননা তিনি জাগ্রত বিবেক –

"গণতন্ত্র? গণতন্ত্র তন্ত্র মাত্র গণ শুধু শোভা
গতি দিতে পারে তাকে তোমারই নিজস্ব কোনো প্রভা।"

('গুরুশিষ্য সংবাদ'/এও এক ব্যথা উপশম)

'গণতন্ত্রে'র নাম নিয়ে আসলে যে শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করি তার ফাঁক ও ফাঁকির সার সত্যটি কত সহজেই না উন্মোচিত করে দিয়েছেন কবি। 'গণতন্ত্র' কে শোভার মত করে রেখেছে যারা তাদের স্বরূপটুকু ধরিয়ে দিতে কবিতার নাম থেকেই ব্যঞ্জনার ব্যবস্থার বিশেষ লক্ষণীয়। এই কবিতারই আরো কয়েকটি পংক্তিতে তিনি কি অসাধারণভাবে বর্তমান রাজনীতির প্রকৃত ধান্দা ও প্রবণতাকে তুলে ধরেন – "অন্তর্বর্তী সবাইকে ভিতরে ভিতরে শুধু একে একে একা করে দাও/ তারপরে চেয়ে দেখো কটা মাথা আছে কার ঘাড়ে!" (তদেব)

এই তবে খেলা! আর এই তবে রাজনীতি! আর এই হলেন শঙ্খ ঘোষ। 'রাজনীতি' যা কিনা নীতির রাজা, তার নীতি হীনতাকে কি নির্মম অবহেলায় প্রকাশ করলেন তিনি! প্রতিবাদের ধরণ যে কতরকম হতে পারে, কতভাবে হতে পারে, মুখোশ খুলে দিলে চাইলে তিনি যে কত ভয়ানকভাবে তা করতে পারেন তার অজস্র প্রমাণ এইরকম ভাবেই ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায়।

সহজ বা সস্তা জনপ্রিয়তা নয়, তাঁর প্রতিবাদের কবিতাগুলির আসল মূলধন গভীর অর্থবহতা। তাঁর কবিতার সিদ্ধি ঋজু, দৃঢ় ও পরিচিত শব্দ চয়নে। 'নিঃশব্দের তর্জনী' তুলে যেন নিরন্তর তিনি মানুষের হঠকারিতা, নির্মমতা ও সস্তায় বাজিমাত করবার প্রবণতাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন। পেশাগতভাবে অধ্যাপনা যে তাঁকে আপামর অনুজ কবি ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক করে তুলেছিল তাই নয়, শিক্ষা দেবার দায় তিনি নিজেই অনুভব করেছিলেন। আর তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারাই নয়, তাঁর সৃষ্ট করা সাহিত্যেও বারবার ফুটে উঠেছে শিক্ষা দেবার এই দায়ভার। শঙ্খ ঘোষ তাই সাহিত্যের জগতে অননুকরণীয় মাষ্টারমশাই। তাঁর বলবার ধরণ আলাদা। একাধারে নির্লিপ্তি যা তাঁকে একরোখা করেছে, দিয়েছে 'কবির বর্ম' ধারণ করবার ক্ষমতা আাবার একই সঙ্গে ছিল প্রতিবাদের সুতীব্র প্রকাশের তাড়না, যা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অন্যায়কে। তাঁর দৃষ্টির শাসন থেকে তাই বাদ যায়নি রাষ্ট্র, সমাজজীবন ও আমাদের নাগরিক স্বার্থপরতা, নীচতা ক্ষুদ্রতাগুলিও। বিস্ফোরক সদৃশ এইসব প্রতিবাদের কবিতাগুলি তাই আমাদের সচেতন, বিবেকবান নাগরিক হয়ে ওঠায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত। আমরা সেই শিক্ষা নিতে পারবার মত যোগ্য হয়ে উঠতে পারব কিনা বা পারলে কতটা পারব তার দায় বা দায়িত্ব কবির নয়, আমাদের।

Reference:

১. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, পৃ. ৪০
২. ঘোষ, শঙ্খ, 'কবিতার মুহূর্ত', 'শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ' ২, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৭
৩. সরকার, পিনাকেশ, "প্রতি মুহূর্তের ধান : আজকের কবিতা আজকাল", রবিবাসর, ৮ মে ১৯৮৩
৪. সাক্ষাৎকার, অরুণেশ ঘোষ নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৪০০
৫. সরকার, পিনাকেশ, "প্রতি মুহূর্তের ধান : আজকের কবিতা আজকাল", রবিবাসর, ৮ মে ১৯৮৩
৬. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, পৃ. ১১৬
৭. বর্ম, কবির, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (৩) দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০২, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৪০-২৪১

Bibliography:

'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দেজ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত দে'জ অষ্টম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
'শঙ্খ ঘোষ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড', প্রথম সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৯৫
শঙ্খ ঘোষ, 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল,' অনুষ্টুপ, অনুষ্টুপ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৫
শঙ্খ ঘোষ, 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ,' সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১২
শঙ্খ ঘোষ, 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে,' সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 09
Website: https://tirj.org.in, Page No. 72 - 82
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শঙ্খ ঘোষ, 'বহু স্বর স্তব্ধ পড়ে আছে', সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৪
শঙ্খ ঘোষ, 'এও এক ব্যথা উপশম', সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭
শঙ্খ ঘোষ, 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার', সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৭